একক ১১ ❐ সঞ্জননী অন্বয়-তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন

১১.৪ পদগুচ্ছের প্রকার

১১.৫ বিশেষ্যগুচ্ছের প্রকার

১১.৬ ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার

১১.৭ বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন

১১.৭.১ বিলোপন জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.২ সংযোজন জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.৩ রূপান্তর জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.৪ বির্পযাস জাতীয় সংবর্তন

১১.৮ আলফা স্থানান্তকরণ

১১.৯ সারাংশ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- ❐ প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণের পাশাপাশি আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করার প্রবণতাটি বোঝা যাবে।
- ❐ সঞ্জননী তত্ত্ব প্রথম দিকে বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব না পেলেও বর্তমানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বোঝা যাবে।
- ❐ চমস্কিকে অবলম্বন করেও বাংলা সঞ্জননী ব্যাকরণ তৈরি করতে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে তা বোঝা যাবে।
- ❐ এই এককটি পড়ার পর ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নতুন গবেষণার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ হবে ও প্রেরণা পাওয়া যাবে।

১১.২ প্রস্তাবনা

চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কাজকর্ম বেশি পরিমাণে হয়েছে। প্রবাল দাশগুপ্ত, পবিত্র সরকার, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ এ নিয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি হুমায়ুন আজাদ বাক্য তত্ত্ব নামক গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তিনি ১৯৬৫-র তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। ওই সময়েই (১৯৭৯-৭৪) ১৯৬৫-র তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন উদয় কুমার চক্রবর্তী। পরে এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বাংলা সংবর্তনী' গ্রন্থে ১৯৮১-র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে ১৯৬৫-র তত্ত্ব নিয়েই মূল আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩ বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন

চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে একটি বাক্য আসলে পদগুচ্ছের সংগঠন। ফলে, পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্র লক্ষ করলে বাক্যের আন্বয়িক গঠনটি বোঝা যাবে। এই গঠনটি ক্রমোচ্চ স্তর ভিত্তিক। অর্থাৎ একদম তলায় পদ বা শব্দ। তার ওপর পদ-শ্রেণি যেমন, বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি। তার ওপর পদগুচ্ছ শ্রেণি। যেমন, বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ, ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ ইত্যাদি। আর একদম ওপরে বাক্য। চমস্কি এভাবেই এই পদগুচ্ছের সংগঠনটি দেখিয়েছেন— পদ—পদশ্রেণি—পদগুচ্ছ শ্রেণি—বাক্য

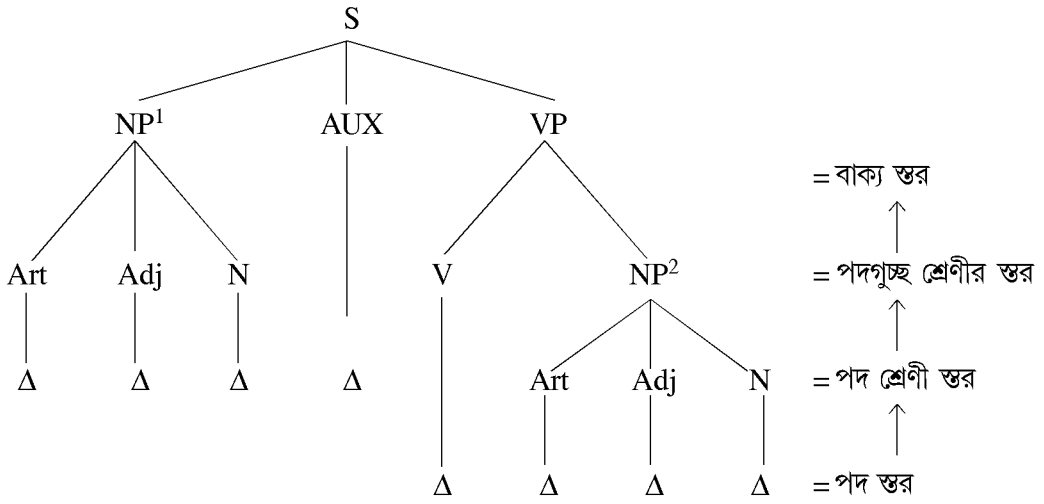

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই গঠনটি হুবহু গ্রহণ করা উচিত নয়। [চক্রবর্তী ঃ ১৯৯২] । বাংলা বাক্যে সহায়ক (Aux) কোনও গুরুত্বপূর্ণ গঠন নয়। তাই একে ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছের মধ্যে রাখাই সংগত। দ্বিতীয়ত, বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছ' ($=NP^2$) বাক্যের শেষে বসবে না। বসবে ক্রিয়ার আগে। সুতরাং চমস্কি প্রবর্তিত পদগুচ্ছের গঠন বিন্যাস বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে একই রকম না রেখে আমরা বাংলা ভাষার বিশেষ ব্যাকরণ অনুসারে নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের ন্যায় পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র তৈরি করব।

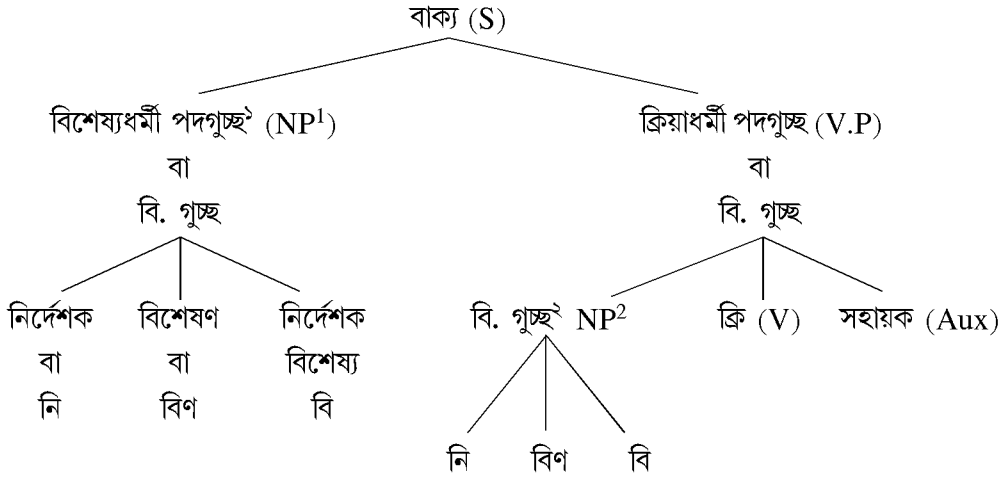

বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠনটি পুনর্লিখন সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি শ্রেণিকে তার গঠনগত বিন্যাসে লিখে ফেলার মাধ্যমে নিম্নরূপ দেখা যাবে।

বাক্য — বি.গুচ্ছ^{১} + ক্রিয়াগুচ্ছ

ক্রি. গুচ্ছ — বি.গুচ্ছ^{১} + ক্রিয়াগুচ্ছ + সহায়ক

বি. গুচ্ছ — { (প্রতিনির্দেশক (বিণ) (বি) (সংযোজক) (সম্বন্ধক) বি.
(বাক্য) বি. (বাক্য) }

প্রতিনিদেশক — যে-সে, যিনি-তিনি, যার-তার...

বিণ. — (বিণ. — খারাপ, চালাক...),
{ (ক্রি. বিণ. — খুব, জোরে...),
(নিষ্ঠান্ত — ঘুমন্ত, চলন্ত...)
(বিশেষিত বি. — সঞ্চয়, আরাম...)
(নির্দেশক — এইওই...)
(প্রতিবিশেষক — যাকে...তাকে...) }

বি. — মানুষ, বই ...

সংযোজক — ও, এবং ...

ক্রি. — যা, চল, দেখ ...

সহায়ক — { (কাল বিভক্তি — বো, ইল ...)
(প্রকার বিভক্তি — এছ্, ছ ...)
(পক্ষ বিভক্তি — ই, ও, এস ...)
(নঞ্ — না, নয় ...)
(প্রশ্নবোধক — কি, কে ...) }

দু একটি উদাহরণ দিয়ে পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মাধ্যমে কীভাবে বাক্য তৈরি হচ্ছে বা সঞ্জনন করা হচ্ছে তা দেখা যাক—

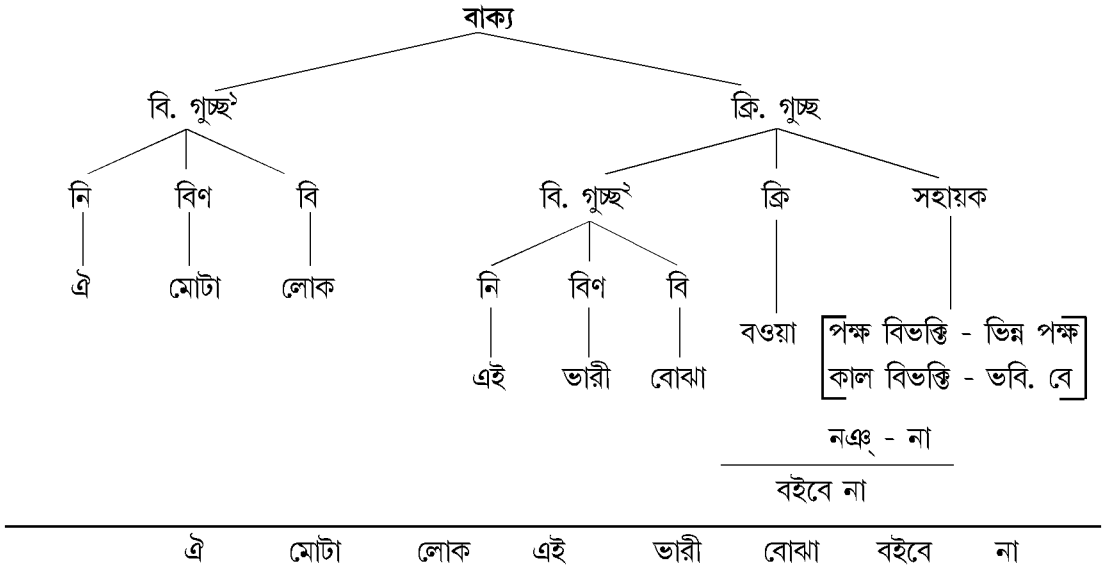

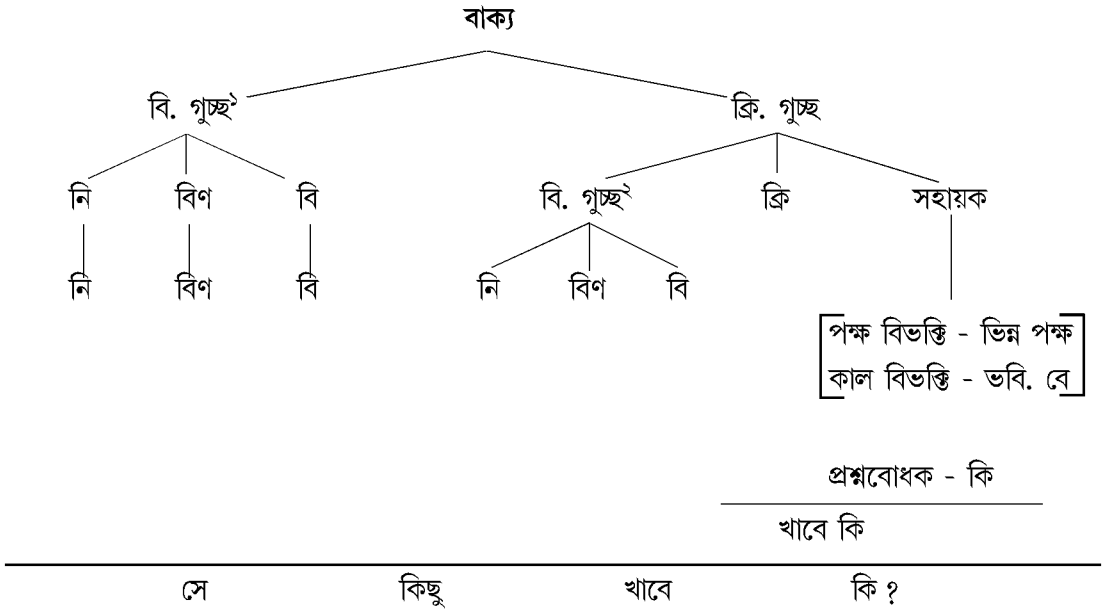

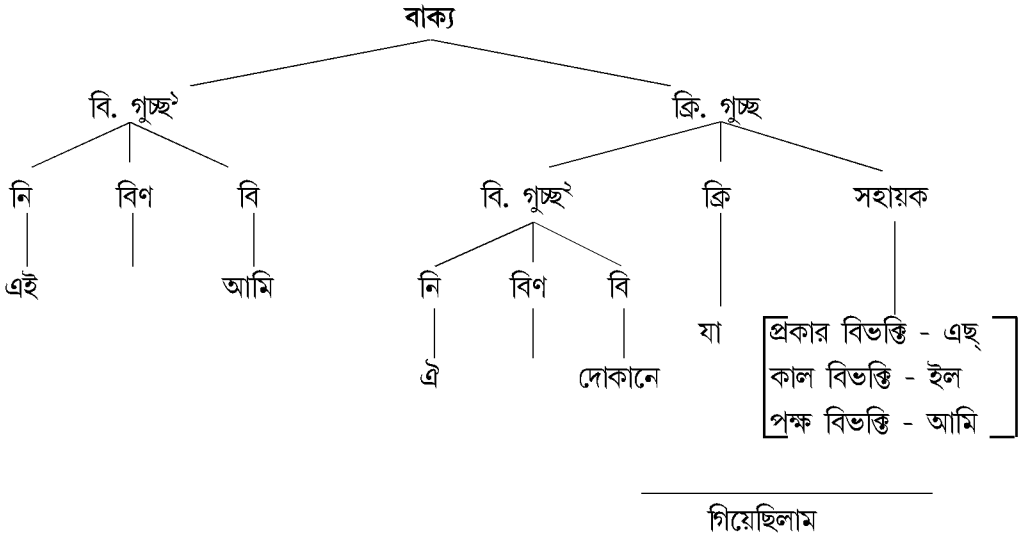

এই আমি ঐ দোকানে গিয়েছিলাম

১১.৪ বাংলা পদগুচ্ছের প্রকার

মোট ছ-রকমের পদগুচ্ছ বাংলা ভাষায় হতে পারে। আমরা এক এক করে এই ছ রকমের পদগুচ্ছ বৃক্ষরেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাব।

১. সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ (Prepositional Phrase)।

সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ বাক্যে বিশেষণের কাজ করে বলে একে বিশেষণগুচ্ছ-র মধ্যে রাখা যায়। আবার সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছের মধ্যে বসে। যেমন,

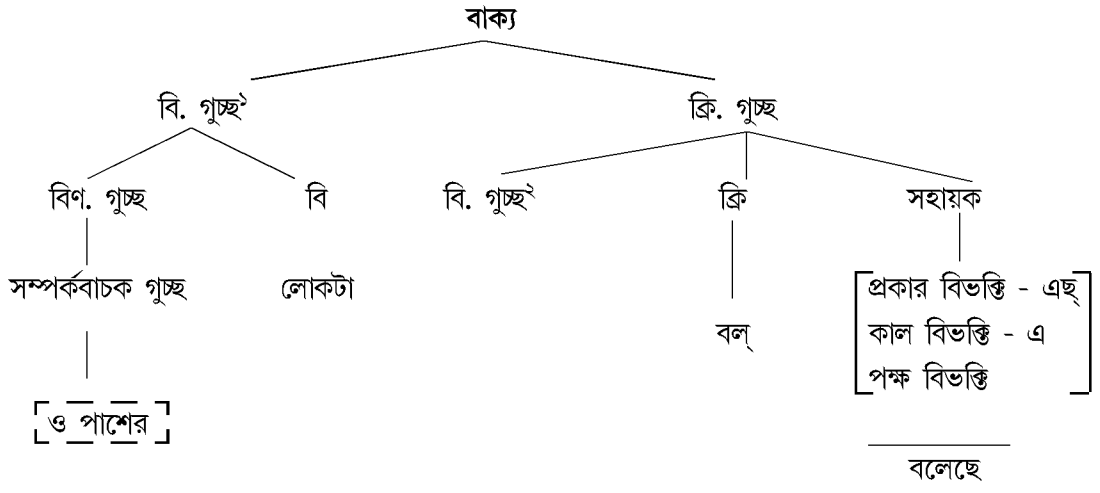

ও পাশের লোকটা বলেছে

২. বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ (Noun Phrase)।

বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থানেই বসে। বিশেষ্যগুচ্ছের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত এমন বিশেষণগুচ্ছও হয়ে থাকতে পারে। উপরের উদাহরণে আমরা বিশেষ্যগুচ্ছ-র ব্যবহার দেখতে পাবো। 'লোকটা' বিশেষ্যগুচ্ছ। আবার এই উদাহরণের 'ও পাশের লোকটা' পুরোটাই বিশেষ্যগুচ্ছ। বিশেষ্যগুচ্ছের প্রকার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

৩. বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ বা বিশেষণগুচ্ছ (Adjectival Phrase)।

সম্পর্কবাচক গুচ্ছ, নিষ্ঠান্তগুচ্ছ এবং ক্রি. বিণ. গুচ্ছ বিশেষণের মতো কাজ করে বলে এদের বিশেষণগুচ্ছর অন্তর্গত করা হয়। সাধারণভাবে এই পদগুচ্ছগুলি বিশেষ্য পদকে বিশেষিত করে। যথা,

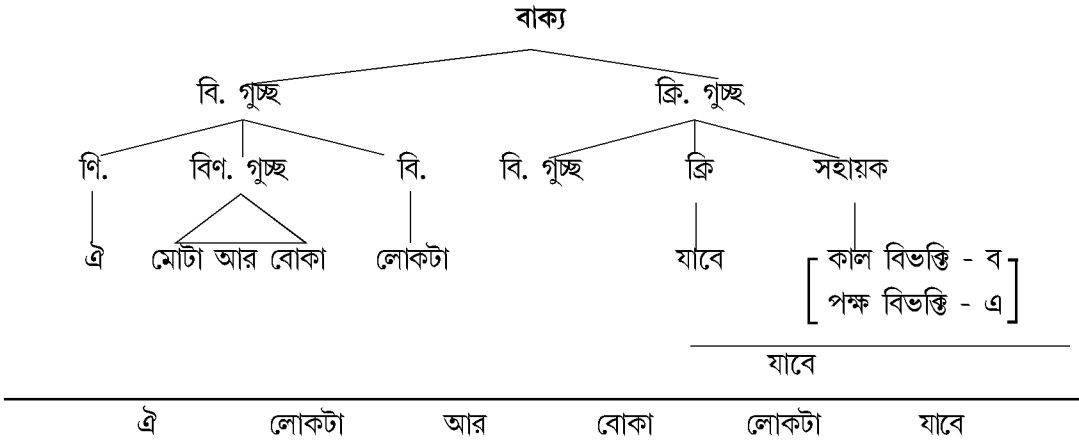

বিশেষণগুচ্ছ আবার বিশেষ্যগুচ্ছের অন্তর্গত।

৪. নিষ্ঠান্ত বাচক পদগুচ্ছ বা নিষ্ঠান্তগুচ্ছ (Participal Phrase)।

নিষ্ঠান্তগুচ্ছের একটি উদাহরণ প্রথমে লক্ষ করা যাক।

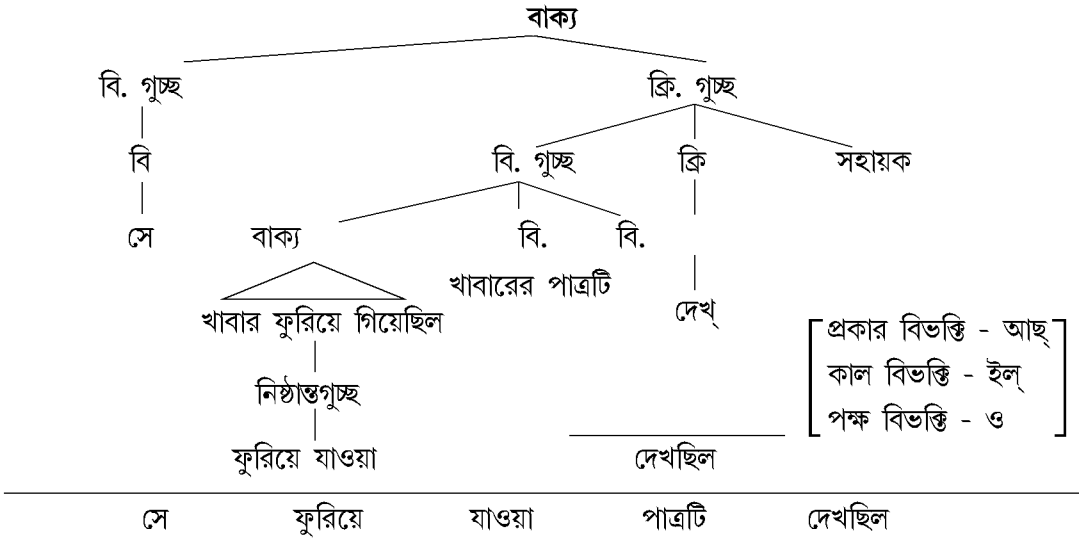

নিষ্ঠান্তগুচ্ছ ক্রিয়াগুচ্ছর মধ্যে অবস্থান করে।

৫. ক্রিয়া ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ (Adverbial Prase)।

ক্রিয়া বা বিশেষণকে যে পদ বা পদসমূহ বিশেষিত করে তাকে ক্রি. বিণ. গুচ্ছ বলে। যেমন,

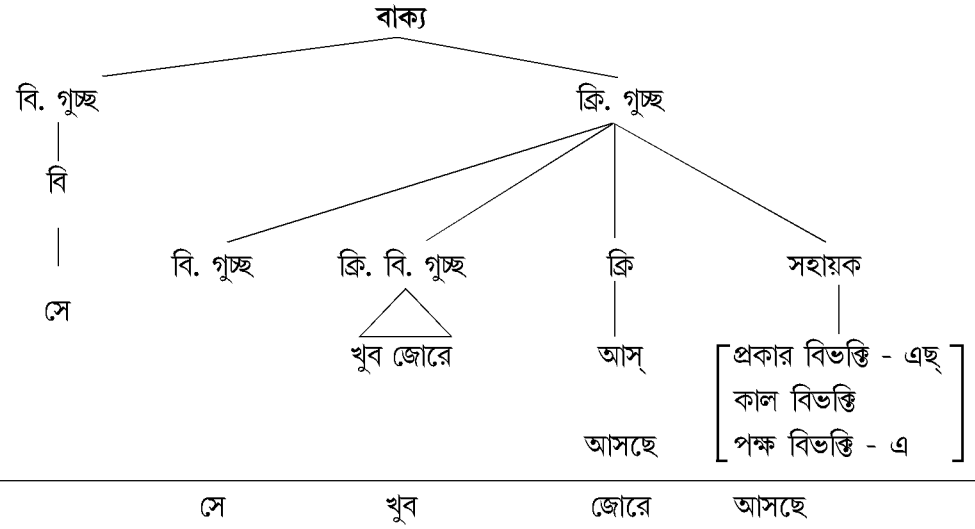

৬. ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ (Vern Phrase)।

নিষ্ঠান্তগুচ্ছ এবং ক্রিয়াবিশেষণগুচ্ছ ক্রিয়াগুচ্ছের মধ্যেই থাকে। বিশেষ্যগুচ্ছ, ক্রিয়া এবং সহায়ক মিলে ক্রিয়াগুচ্ছ গঠিত হয়। এখানে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে ক্রিয়াগুচ্ছর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

ছ'প্রকারের পদগুচ্ছ আসলে প্রধান দুটি পদগুচ্ছের অধীন এবং সংসক্ত। এগুলি হল বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছ।

বিশেষ্যগুচ্ছ — সম্পর্কবাচক গুচ্ছ, বিশেষণগুচ্ছ।

ক্রিয়াগুচ্ছ — নিষ্ঠান্তগুচ্ছ, ক্রিয়া বিশেষণগুচ্ছ।

১১.৫ বিশেষ্যগুচ্ছর প্রকার

বাংলা ভাষায় নানা প্রকারের বিশেষ্যগুচ্ছ পাওয়া যায়। আমরা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মধ্যে বিশেষ্যগুচ্ছর প্রকার হিসাবে নিম্নলিখিত সূত্রটি দেখেছি।

বিশেষ্যগুচ্ছ — {(প্রতিনির্দেশক) (বিশেষণ) (বিশেষ্য) (সংযোজক) (সম্বন্ধক) বিশেষ্য (বাক্য) বিশেষ (বাক্য)}

এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করলে বিশেষ্যগুচ্ছের নানা প্রকারের গঠন পাওয়া যাবে। একটি বিশেষ্য নিয়ে যেমন বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে তেমনি একাধিক বাক্য নিয়েও বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। এই সূত্রটিতে বন্ধনীর মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলি থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু বন্ধনীর বাইরের উপাদানটি অবশ্যই

থাকবে। এই সূত্র বিশেষ্যগুচ্ছের ৭ ধরনের গঠনের কথা জানাচ্ছে। এগুলি হল—

ক. বিশেষ্যগুচ্ছ — বিশেষ্য

খ. বি. গুচ্ছ — বিশেষ্য + সম্বন্ধক + বিশেষ্য

গ. বি. গুচ্ছ — বি. + সংযোজক + বি.

ঘ. বি. গুচ্ছ — বিণ + বি.

ঙ. বি. গুচ্ছ — প্রতিনির্দেশক + বি.

চ. বি. গুচ্ছ — বাক্য + বি.

ছ. বি. গুচ্ছ — বাক্য + বি. + বাক্য

এখানে উদাহরণ দিয়ে সংক্ষেপে এই গঠনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. বি. গুচ্ছ - বি

একটি মাত্র বিশেষ্য নিয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। যেমন, সে বাড়ি যাবে। তুমি বই পড়বে। আমি কাজ করবো না। তুই কথা বলবি না। ইত্যাদি। এই বাক্যগুলিতে বি. গুচ্ছ ১ হল - সে তুমি, আমি, তুই ইত্যাদি। বি. গুচ্ছ হল — বাড়ি, বই, কাজ, কথা ইত্যাদি।

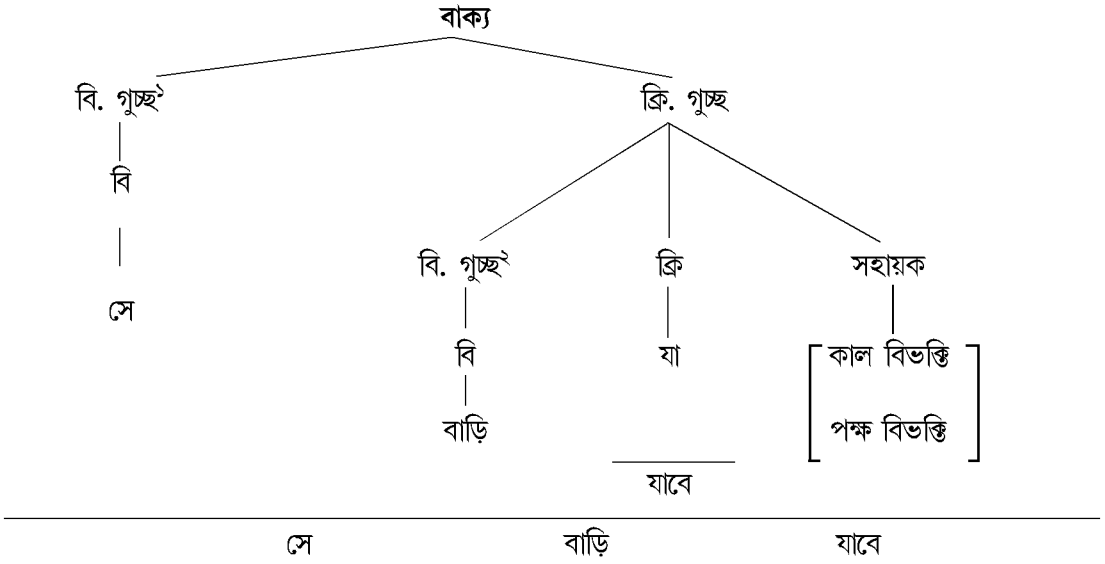

খ. বি. গুচ্ছ - বি + সম্বধক + বিশেষ্য

দুটি বা তার বেশি বিশেষ্যপদ সম্বন্ধক দিয়ে যুক্ত করে বি. গুচ্ছ তৈরি করা হয়। এগুলি বারবার ব্যবহৃত হয়ে দীর্ঘ গঠনও তৈরি করতে পারে। যেমন, হোসেনের দাদা আমাদের বাড়িতে ছিল। আমার দাদার বন্ধুর ছোটো ভাইয়ের শালার মারার বাড়ির পাশের বাড়ির লোকজনদের কথা বলব।

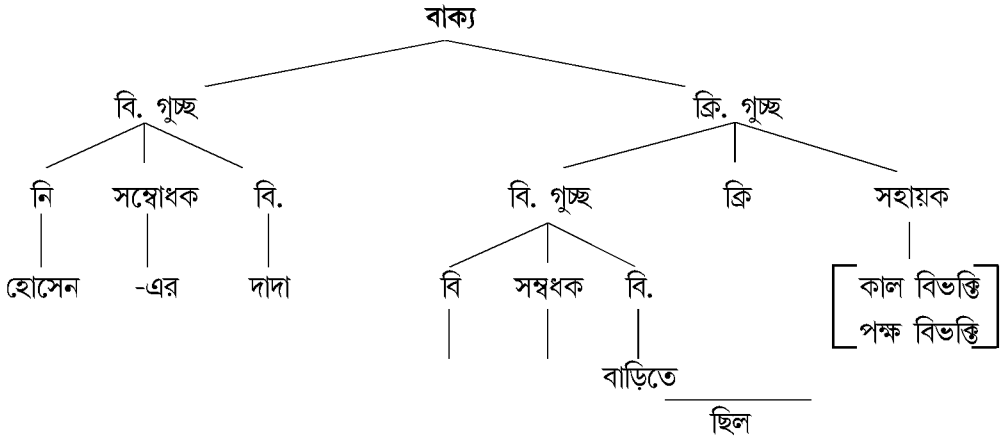

গ. বি.গুচ্ছ — বি. + সংযোজক + বি.

একাধিক বিশেষ্যপদ সংযোজক দিয়ে যুক্ত হতে পারে। এই গঠনটি পুনরায় নিয়মের মতো ব্যবহৃত হতে পারে। লেখায় থাকে বিরতি চিহ্ন কিন্তু মুখের ভাষায় বিরতি থাকে। শেষ বিশেষ্যটি সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়। যেমন, রাম ও শ্যাম যাবে। সে বই খাতা আর পেন আনেনি।

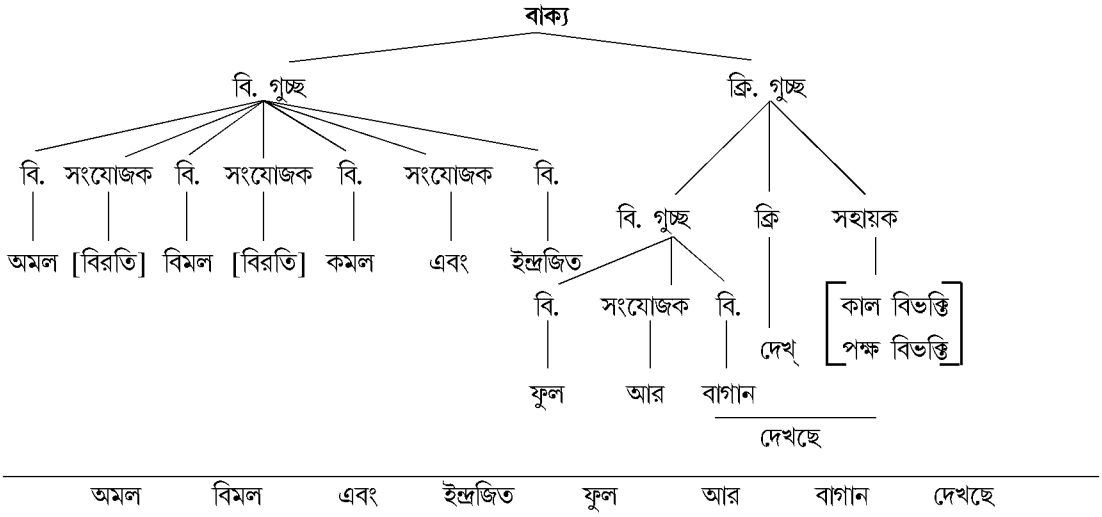

অমল বিমল এবং ইন্দ্রজিত ফুল আর বাগান দেখছে

ঘ. বিণ. + বি.

বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষণ যুক্ত হয়ে 'বিণ. + বি' গঠন তৈরি হয়। যেমন, রোগা মেয়েটা চলে গেছে। বিশেষণ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিশেষক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন,

১. বিশেষণ + বিশেষ্য — এটা সোজা কাজ ভাবছে।

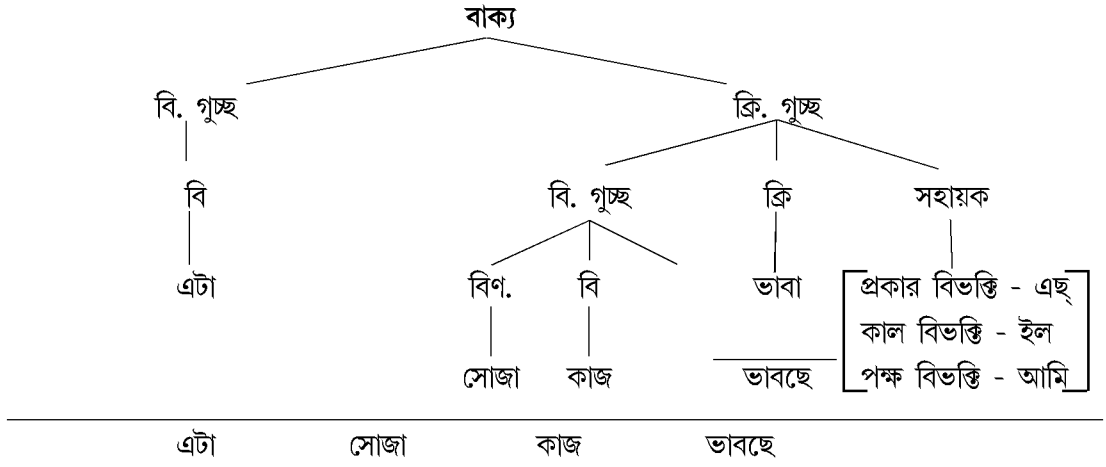

২. বিশেষণগুচ্ছ + বিশেষ্য — যেমন,

বাক্য [বি., গুচ্ছ [বিণ.গুচ্ছ (বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞমেধাবী] [বি (লোকটি)] [ক্রি.গুচ্ছ [ক্রি. (w)] [সহায়ক (কাল বিভক্তি পক্ষ, বিভক্তি)]]] = বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ মেধাবী লোকটি যাবে।

৩.	ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ	+	বিশেষণ যেমন	খুব জোরে চলা গাড়িতে উঠবে না।
৪.	নিষ্ঠান্ত	+	বিশেষ্য। যথা	ডুবন্ত লোকটাকে বাঁচান।
৫.	নিষ্ঠান্ত গুচ্ছ	+	বিশেষ্য। যথা	ভুলে যাওয়া গান মনে পড়ল।
৬.	বিশেষিত বিশেষ্য	+	বিশেষ্য। যথা	আরাম কেদারায় বসে আছে।
৭.	নির্দেশক	+	বিশেষ্য। যথা	তুমি এই বাড়িতে আসবে না।
৮.	প্রতি বিশেষক	+	বিশেষ্য। যথা	যে বলেছিল সেই লোকটা এখানে আসবে।

ঙ. প্রতিনির্দেশক + বি

বিশেষ্যর সঙ্গে প্রতিনির্দেশক যুক্ত হয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। যেমন, যিনি রামচন্দ্র তিনিই সাগরবন্ধন করেছিলেন।

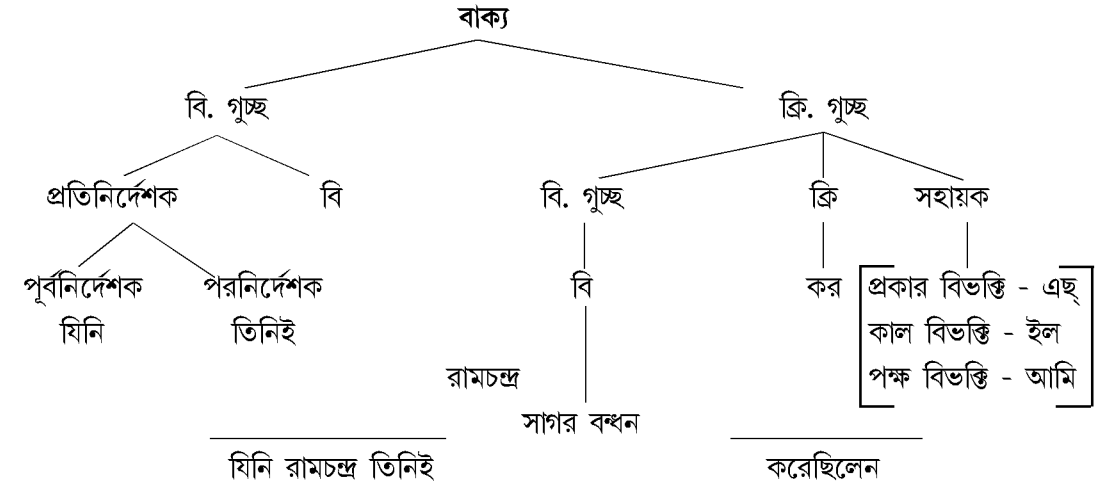

চ. একাধিক গঠন যুক্ত হয়ে মিশ্র বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হয়। সেখানে বাক্য বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বিশেষ্যর আগে বাক্য ব্যবহৃত হয়ে বিশেষক বা modifier এর কাজ করে। পরে ব্যবহৃত হয়ে তা সম্পূরক বাক্য বা সম্পূরক হিসাবে কাজ করে। এখানে দু-ধরনের বাক্য দেখানো হল। প্রথমে বিশেষিত বাক্য-র উদাহরণ।

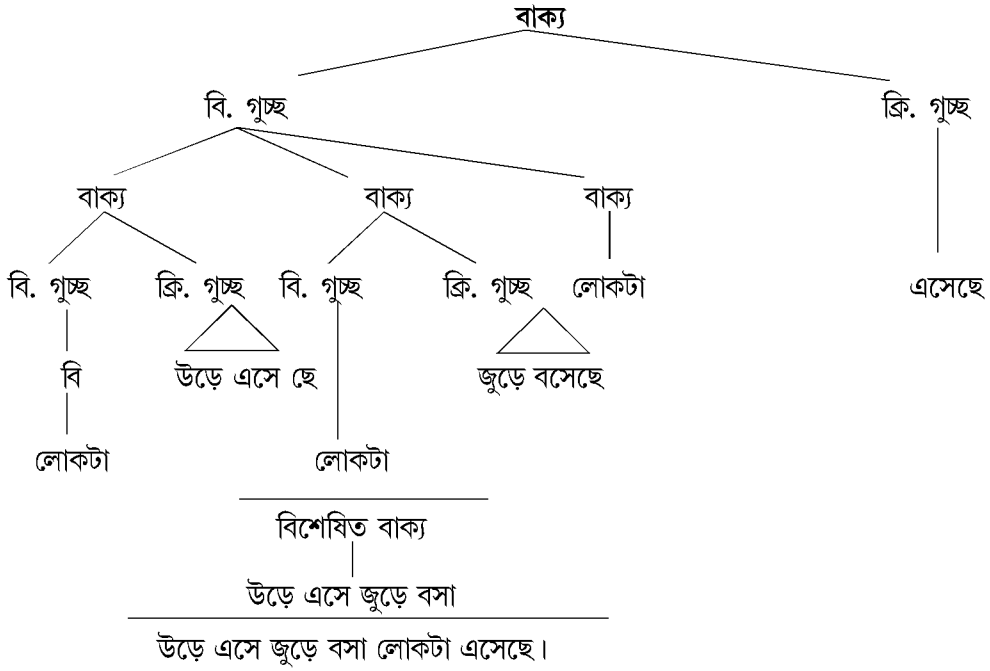

সম্পূরক বাক্য বিশেষ্যর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি করতে পারে। যেমন।

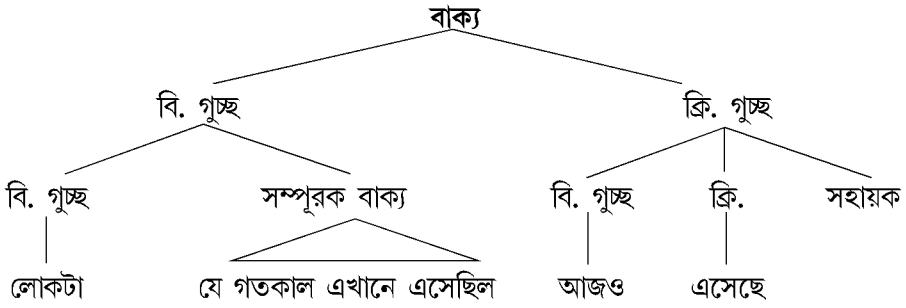

একই সঙ্গে বিশেষের সঙ্গে বিশেষক বাক্য ও সম্পূরক বাক্য উভয়ই হতে পারে। যেমন,

বি.গুচ্ছ	[বিশেষক বাক্য	+	বি	+	সম্পূরক বাক্য	]
	উড়ে এসে জুড়ে বসা		লোকটা		যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল	
ক্রি. গুচ্ছ	সে আজও এসেছে	=	বাক্য - উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকটা যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল সে আজও এখানে এসেছে।			

এভাবে একাধিক বিশেষ্যগুচ্ছের গঠন মিলিতভাবে দীর্ঘ বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি করে থাকে।

১১.৬ ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার

একটি বাক্য বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছ যুক্ত হয়ে গঠিত। বিশেষ্যগুচ্ছ বাক্যের কর্তা হতে পারে আবার তা ক্রিয়াগুচ্ছের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং ক্রিয়াগুচ্ছ ক্রিয়া আর বিশেষ্যগুচ্ছ মিলে তৈরি হয়। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার আগে বিশেষগুচ্ছ বসে। ক্রিয়াগুচ্ছতে সহায়কযুক্ত হয়। ফলে, বাংলা ক্রিয়াগুচ্ছের গঠন নিম্নরূপ—

ক্রিয়াগুচ্ছ { (বি. গুচ্ছ^{২}) + ক্রিয়া + সহায়ক
(বি. গুচ্ছ^{২}) + ক্রিয়া + সহায়ক + বাক্য }

এই গঠনটি বিশ্লেষণ করলে ক্রিয়াগুচ্ছর বিভিন্ন প্রকার গঠন পাওয়া যাবে। যথা,

ক. সাধারণভাবে বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ এবং ক্রিয়া ও সহায়ক যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ গঠিত হয়। যেমন, আমি ঘরে যাব। সে এখানে এসেছিল। আপনি কষ্ট করবেন কেন ? উনি এখানে থাকবেন না ইত্যাদি বাক্য।

এই বাক্যগুলিতে [ঘরে যাবো,] [এখানে এসেছিল], [কষ্ট করবেন কেন], [এখানে থাকবেন না], প্রভৃতি অংশ ক্রিয়াগুচ্ছ। বিশেষগুচ্ছ^{২} হল — [ঘরে], [এখানে], [কষ্ট], [এখানে], [কাজ] প্রভৃতি। ক্রিয়া — [যা], [আস], [কর], [আছ] প্রভৃতি। সহায়ক হল — প্রকার বিভক্তি যথা — আছে, কাল বিভক্ত, পক্ষ বিভক্তি প্রভৃতি বিভক্তি।

খ. বিশেষ্যগুচ্ছ হীন ক্রিয়াগুচ্ছ হতে পারে অনেক সময়। যথা—ক্রিয়া + সহায়ক। সে কাঁদছে।

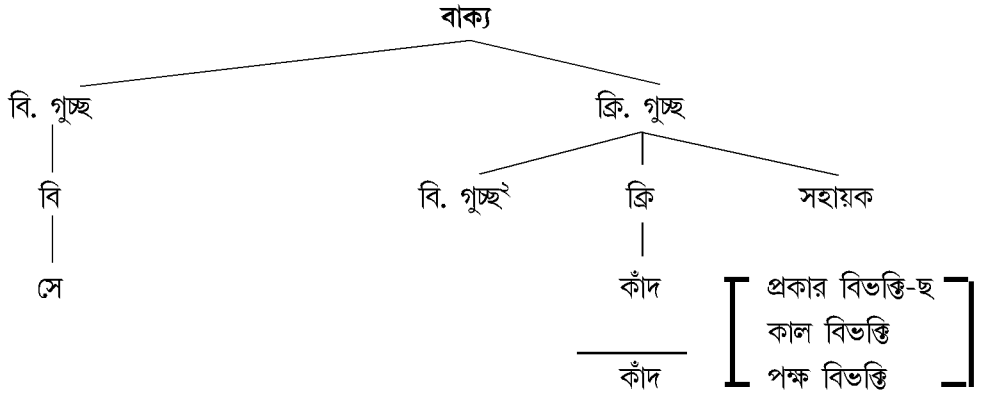

গ. বাক্যযুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ মিশ্র ক্রিয়াগুচ্ছে পরিণত হতে পারে। যেমন, সে স্কুলে গিয়ে বই পড়বে। এখানে আসলে দুটি বাক্য — সে স্কুলে যাবে এবং সে বই পড়বে। প্রথম বাক্যটির সমাপিকাক্রিয়া 'যাবে' কে অসমাপিকাক্রিয়াতে রূপান্তরিত করে। [= গিয়ে] পরবর্তী বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। এভাবে দুটি বাক্য মিলে তৈরি করেছে আশ্রয়ধর্মী বাক্য। এখানে ক্রিয়াগুচ্ছ আছে—

বিশেষ্যপদ (স্কুলে) + ক্রিয়াপদ (গিয়ে) + (কাল বিভক্তি, পক্ষ বিভক্তি) + বাক্য (বই পড়বে)।

এভাবে একাধিক গঠনযুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রগঠন তৈরি হয়।

১১.৭ বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন

বাক্যের অধোগঠনে নানা প্রকার গঠন দেখা যায়। এই গঠনগুলি সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনের রূপ নেয়। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে বাক্য তৈরি হওয়ার সময় যে পরিবর্তন বা অদলবদল ঘটে তাকে বলা হয় সংবর্তন (Transformation)। পরিণাম অনুসারে বাংলা বাক্যগুলির সংবর্তন চার ধরনের হয়। এই চার ধরনের সংবর্তন হল — বিলোপন, সংযোজন, রূপান্তরণ ও বিপর্যাস।

বাক্যের কোন উপাদান বাদ গেলে হয় বিলোপন (Deletion)।

উপাদান যোগ করলে হয় সংযোজন (Addition)।

উপাদানগুলির একটি বদলে অন্যটি এলে হবে রূপান্তরণ (Substitution)।

উপাদানগুলির পারস্পরিক অবস্থান বদলে গেলে হবে বিপর্যাস (Extraposition)।

আবার এই চার প্রকারের সংবর্তন মিলে মিশে নানা জটিল রূপ তৈরি করে। এখানে সেই সব বিচিত্র রকমের সংবর্তনের মধ্যে থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য সংবর্তনের পরিচয় দেওয়া হবে।

১১.৭.১ বিলোপন জাতীয় সংবর্তন

বাক্যের অধোগঠনে যে যে উপাদান থাকে সেগুলির মধ্যে কিছু উপাদান বা কোন একটি উপাদান যদি বাক্যের অধিগঠনে ব্যবহৃত না হয় তবে সেই ধরনের সংবর্তনকে বিলোপন বলে। যেমন,

১. সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন

একাধিক বাক্য যুক্ত হলে, একই ধরনের বিশেষগুচ্ছ একই বাক্যে এসে পড়তে পারে। তখন অধোগঠনে উপস্থিত সেই একই বিশেষ্যগুচ্ছ অধিগঠনে ব্যবহার করা হয় না। একটি ব্যবহার করা হয় আর অন্যগুলি তখন বাদ যায়। একেই সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন বলা হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

অধোগঠনের বাক্যগুলি	সংবর্তন	অধিগঠনের বাক্য
রাম বাড়ি যাবে। রাম পড়তে যাবে। রাম ভাত খাবে। রাম শুতে যাবে।	সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন →	রাম বাড়ি গিয়ে [রাম Ø] পড়তে বসবে আর [রাম Ø] ভাত খেয়ে [রাম Ø] শুতে যাবে

একটি বাক্যে একের বেশি একই বিশেষ্যগুচ্ছ হল — সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ। একই বিশেষ্যগুচ্ছ বারবার ব্যবহৃত হলে শ্রুতিমধুর হয় না। তাই প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলির বিলোপন ঘটান হয়। এছাড়া দ্রুত বলা, সহজ করে বলা প্রভৃতি কারণও বিলোপনের ক্ষেত্রে কাজ করে।

২. স্থিতিশীল বিলোপন

কিছু আছে বা অবস্থান করছে বোঝাতে যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয় তাকে স্থিতি ক্রিয়া বলে। যেমন, আছে, রয়েছে ইত্যাদি। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলার সময় কিংবা খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলার সময় এই স্থিতিক্রিয়া বাদ যায়। একে স্থিতিক্রিয়া বিলোপন বলে। যেমন,

সামনে বাস আসছে ⇒ সামনে বাস

তোমার পায়ের কাছে সাপ রয়েছে ⇒ পায়ের কাছে সাপ

আমার গাড়ির সামনে বিশাল গাড্ডা রয়েছে ⇒ সামনে বিশাল গাড্ডা

তোমার পিছনে বাঘ আছে ⇒ পিছনে বাঘ

স্থিতি ক্রিয়া বিলোপনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার জন্য নানাবিধ বিলোপন পাশাপাশি ঘটছে। এই সব উদাহরণে মূল বিষয়টিকেই কেবল গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বাকি উপাদানগুলির বিলোপন ঘটছে। এই বিলোপন প্রক্রিয়াটি অধোগঠন থেকে অধিগঠনে কেমনভাবে ঘটছে তা একটি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

অধোগঠন।

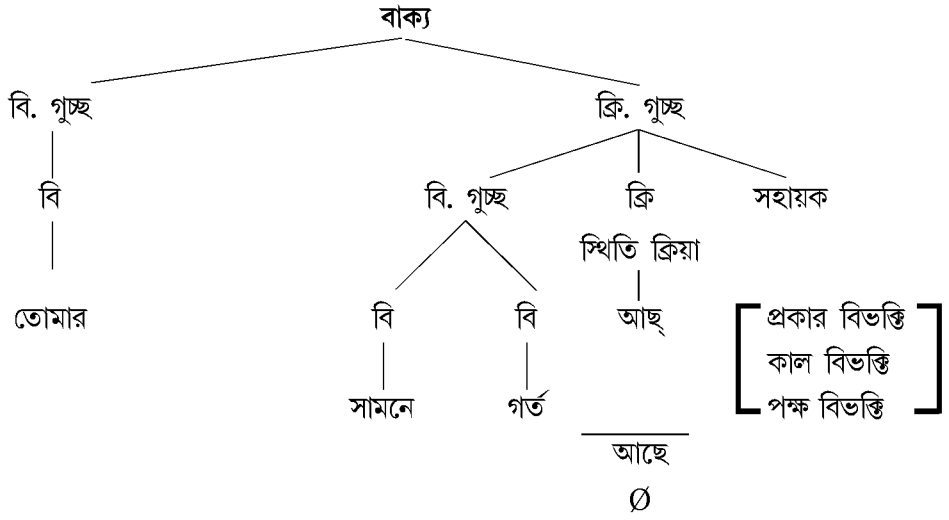

সংবর্তন।

বাধ্যতামূলক সংবর্তন। Ø

স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন —

সহায়ক বিলোপন — তোমার সামনে গর্ত

অধিগঠন। Ø

বি. গুচ্ছ^{2} বিলোপন সামনে গর্ত

অধিগঠন

এভাবে নানা ধরনের বিলোপন বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে। যেমন, সমধর্মী ক্রিয়াগুচ্ছ বিলোপন, সংযোজক ক্রিয়া বিলোপন, গুরুত্বহীন উপাদান বিলোপন, প্রশ্ন বাক্যে বিলোপন ইত্যাদি নানা ধরনের বিলোপন বাংলা বাক্যের আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাবে।

১১.৭.২ সংযোজন জাতীয় সংবর্তন

একটি ক্ষুদ্র বাক্যে অন্য উপাদান যুক্ত করলে বা একটি বাক্যের সঙ্গে আরেকটি বাক্য যোগ করলে সংযোজন (Addition) ঘটে। বাংলা বাক্যে নানা ধরনের সংযোজন দেখা যায়। এখানে দুয়েকটি সংযোজন জাতীয় সংবর্তন দেখানো হল।

৩. 'যে' সংযোজন

বাংলা বাক্যে নানাভাবে। 'যে' সংযোজন ঘটতে পারে। যে সংযোজনের ফলে বাক্যের অর্থ কিছুটা বদলেও যেতে পারে। যেমন,

'সে বলল' এই বাক্যে সাধারণ বিবৃতি প্রকাশ পাচ্ছে। 'যে' যোগ করার ফলে 'বলার' বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে — 'সে যে বললো'। আবার 'সে গাইল' ⇒ 'সে গাইল যে'। বোঝা যাচ্ছে গাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু গেয়েছে এই বক্তব্যটি প্রধান। 'তুমি কাঁদলে' ⇒ 'তুমি কাঁদালে যে' এই বাক্যেও কাঁদার কথা নয় কেঁদেছে। আর তাই নিয়ে প্রশ্নবাক্য তৈরি হয়েছে।

আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠনের সময় দুটি বাক্যকে জুড়ে দেবার জন্য আশ্রয়ধর্মী উপাদান হিসাবে যে সংযোজিত হয়। যেমন,

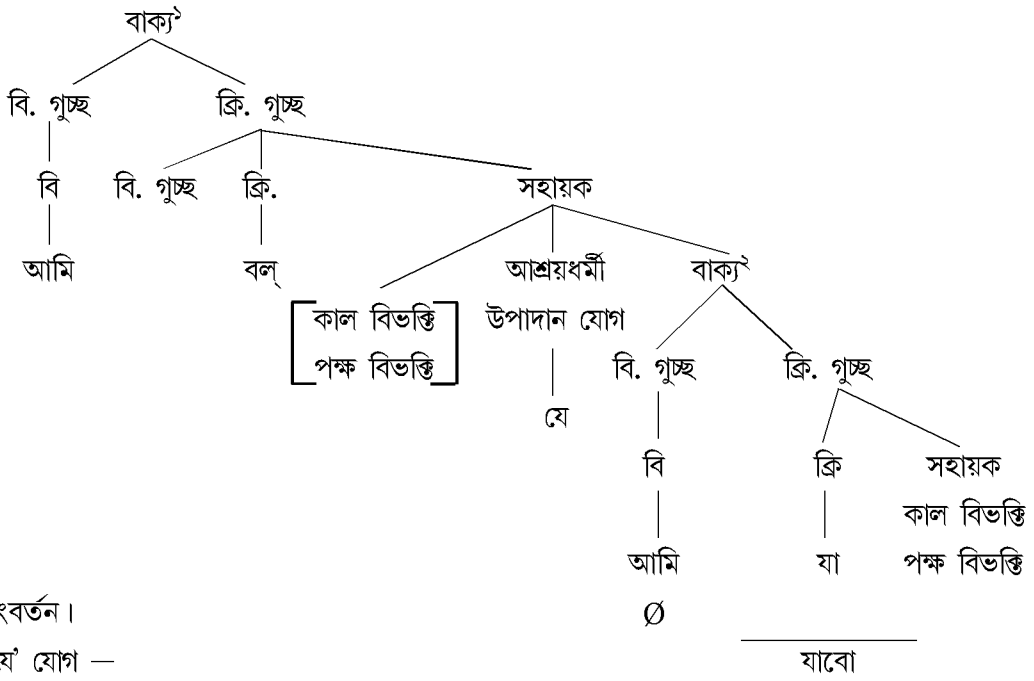

সংবর্তন।

'যে' যোগ —

সমধর্মী বি. গুচ্ছ বিলোপন

অধিগঠন। আমি বললাম যে যাব

অধোগঠন। আমি বললাম। আমি যাব।

৪. বাক্য বিগর্ভণ (Embedding)

একটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্য যদি প্রবেশ করানো হয় তবে সেই সংবর্তনকে বাক্য বিগর্ভণ বলে। যে বাক্যটি প্রবেশ করানো হয় তাকে বিগর্ভিত বাক্য বলে। যেমন,

১. আমটা পচে গিয়েছিল ⇒ নিষ্ঠান্ত বাক্য পচে যাওয়া আমটা

২. আমি ফেলে দিয়েছি।

একটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্য প্রবিষ্ট হয়। যথা— আমি [পচে যাওয়া আমটা] ফেলে দিয়েছি।

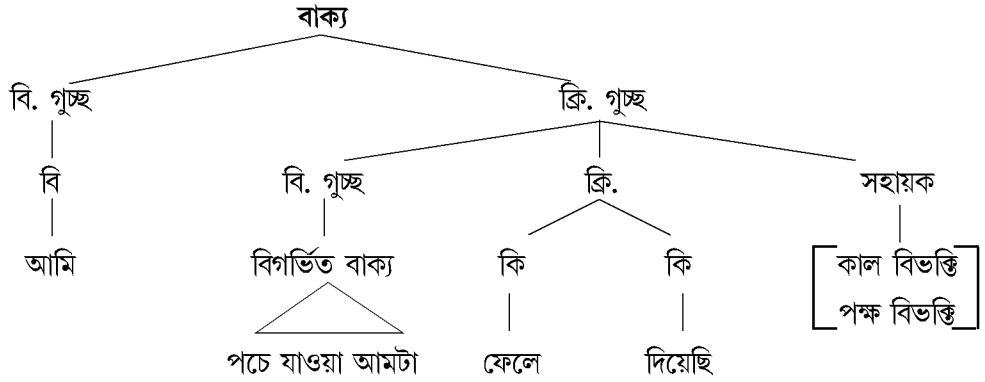

বিশেষীভূত বাক্য, নিষ্ঠান্ত বাক্য, আশ্রয়ধর্মী বাক্য নানা বাক্য এভাবে বিগর্ভিত হতে পারে। যেমন,

{ সে চলে গেছে। / আমি পছন্দ করিনি। }

আমি তার চলে যাওয়া পছন্দ করিনি

বিগর্ভিত বাক্য

{ সে শুনেছিল / লোকটা শাসিয়ে গিয়েছিল }

সে লোকটার শাসিয়ে যাওয়া শুনেছিল

বিগর্ভিত বাক্য

৫. বাক্যের বিশেষ্যীভবন (Nominalization)

যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বাক্যকে বিশেষ্যগুচ্ছে পরিণত করা হয় তাকে বাক্যের বিশেষ্যীভবন বলে। বিশেষীভবন করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সংবর্তন ঘটে। কোনো বাক্য বিশেষ্যীভূত হলে সেটি তখন আর স্বাধীন বাক্য থাকে না। কোনও একটি বাক্যের বিগর্ভিত বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'সীতা বনে গিয়েছিল' — এই বাক্যটিকে বিশেষ্যীভূত বাক্যে পরিণত করতে গেলে প্রথমে ক্রিয়াপদটিকে ক্রিয়া বিশেষ্য পরিণত করতে হবে। ব্যঞ্জনান্ত ক্রিয়ামূলের ক্ষেত্রে কোনও রকম পরিবর্তন ঘটেনা। যেমন, দেখ্ + আ = দেখা। বল্ + আনো = বলানো। কিন্তু স্বরান্ত হলে শ্রুতিধ্বনির আগাম ঘটে। যা + আ = যাওয়া, পা + আনো = পাওয়ানো।

দ্বিতীয়, বাক্যের কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ বাচক '-র' কিংবা 'এ' বিভক্তি যোগ করতে হবে। সীতা হবে সীতার। এভাবে বিশেষ্যীভবনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ্যীভূত বাক্যটি হবে— 'সীতার বনে যাওয়া'।

বাক্য বিগর্ভন পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ্যীভূত বাক্যটি আরেকটি বাক্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। যথা, বাক্য^{১} [দশরথ [বাক্য^{২} [বিশেষ্যীভূত বাক্য (সীতার বনে যাওয়া)] মেনে নিতে পারে নি

বিশেষ্যীভবনের আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল—

বাক্য		বিশেষ্যীভূত বাক্য
সে এখানে এসেছিল	→	তার এখানে আসা
রাম সিনেমা দেখেছিল		রামের সিনেমা দেখা
বনে বনে ফুল ফুটেছিল		বনে বনে ফুল ফোটা
আপনি চলে যাবেন	→	আপনার চলে যাওয়া
সে যাবে না		তার না যাওয়া
আপনি যাবেন কি		আপনার যাওয়া কি

৬. বাচ্যসংবর্তন

কর্তৃবাচ্যই বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কর্মবাচ্য বাংলায় নেই। কর্মবাচ্য হিসাবে যে বাক্যগুলি পাওয়া যায় তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। যেমন, সে রামকে বই দিল — এই বাক্যটি কর্তৃবাচ্য। কর্মবাচ্য এভাবে করা হল — তার দ্বারা রাম বই প্রাপ্ত হল। বলা বাহুল্য এই ধরনের ব্যবহার স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকভাবে ভাববাচ্য-ই ব্যবহৃত হয়। যেমন, তার রামকে বই দেওয়া হল। কর্তৃবাচ্যকে ব্যক্তিক (Impersonal) বাচ্য বলা হবে। ব্যক্তিক বাচ্যকে নৈর্ব্যক্তিক বাচ্যে করার একটি সূত্র তৈরি করা যায়।

বাক্য সংবর্তন।

ব্যক্তিক বাচ্য [বি. (+ কর্তা ক্রি)] + ক + খ + n + [ক্রি]

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

নৈর্ব্যক্তিক বাচ্য [বি. + সম্বন্ধবাচক] + ক + খ + n + [ক্রিয়া বিশেষ্য + হ/যা/চল ধাতু]

সূত্রটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, বিশেষ্যীভবনের মতো প্রায় একই নিয়ম ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদটি ক্রিয়াবিশেষ্যে পরিণত হচ্ছে। আর বাক্যের কর্তা হচ্ছে সম্বন্ধবাচক। ক্রিয়াবিশেষ্যর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে হ/যা/ছল এগুলির মধ্যে যে কোনো একটি ধাতু। বাকি শব্দগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। যেমন,

প্রত্যক্ষ বাচ্য - আমি বাড়ি যাব ⇛ পরোক্ষ বাচ্য — আমার বাড়ি যাওয়া হবে।

এখানে কর্তা আমি হবে কর্তা + সম্বন্ধসূচক — আমার।

ক্রিয়া 'যাবো' হবে — যাআ = যাওয়া

তারপর হ / যা / বল যোগ হবে। হবে / যাবে / চলবে যে — কোনো একটি।

বাকি উপাদানগুলির বদল হবে না। ফলে বাক্যটি পাবো —

পরোক্ষবাচ্য ⇛ আমার বাড়ি যাওয়া হবে।

এই সূত্র অনুসারে বিশাল আয়তনের বাক্য বাক্যান্তরিত রাখা সম্ভব। যেমন,

সে খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে তারপর কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে জামাকাপড় পরে একটা গাড়িতে চেপে অফিসে যাবে।

এখানে মাত্র দুটি বাক্যের পরিবর্তন হবে। সে > তার। যাবে > যাওয়া। এবং যোগ হবে 'হ' ধাতু—'হবে'। বাকি উপাদান অর্থাৎ শব্দগুলির কোনো বদল ঘটবে না। এভাবে পরোক্ষ বাচ্যে বাক্যটি হবে—তার খুব

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে তারপর কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে জামাকাপড় পরে একটা গাড়িতে চেপে অফিসে যাওয়া হবে।

১১.৭.৩ রূপান্তরণ

একটি রূপ বা বাক্যের বদলে অন্য রূপ বা শব্দ স্থাপন করাতে বি-স্থাপন বা রূপান্তরণ বলে। নানাবিধ সংযোজনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে রূপান্তরণ জাতীয় সংবর্তন দেখা যায়। যেমন—বাক্যের বিশেষ্যীভবন ও বাচ্য সংবর্তনের ক্ষেত্রে 'কর্তা' বদলে হয় 'কর্তা' + 'সম্বন্ধসূচক'। ফলে এটি একটি রূপান্তরণ। আবার ক্রিয়াপদ যখন ক্রিয়াবিশেষ্যে পরিণত হয় তখন সেটিও একটি রূপান্তরণ। যেমন, যায়, যাওয়া, যাবে, যাওয়া ইত্যাদি।

৭. সর্বনামীয়পদে সংবর্তন বা সর্বনামীভবন

কোনো বিশেষ্যপদকে যদি সর্বনামপদে সংবর্তীত করা হয় তবে তাকে সর্বনামীভবন বলা হয়। যেমন,

বাক্য-১ আমি রফিককে ডেকেছি।

বাক্য-২ আমি রফিককে পড়াশোনা করতে বলেছি। ⇛

আমি	রফিককে	ডেকেছি	এবং	আমি	রফিককে	পড়াশোনা	করতে	বলেছি।
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
আমি	রফিককে	ডেকেছি	এবং	Ø	তাকে	পড়াশোনা	করতে	বলেছি।

এখানে একই বিশেষ্যগুচ্ছ হওয়ায় একটি বিলোপিত হচ্ছে [আমি ⇛ Ø]। তেমনি একটি বিশেষ্য পদ সর্বনাম পদে সংবর্তীত হচ্ছে। যথা— [রফিককে ⇛ তাকে Ø]। সর্বনামী ভবনের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ্যপদটিকে অবশ্যই একাধিকবার ব্যবহৃত হতে হবে। কোনও স্থানের বা বস্তুর পরিবর্তেও সর্বনামপদ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা, আমি রাজপুরে ছিলাম এবং রাজপুরে বড়ো হয়েছি ⇛আমি রাজপুরে ছিলাম এবং সেখানে বড়ো হয়েছি।

তুমি বইটা কেন এবং বইটা কাগজে মুড়ে ফেলো ⇛ তুমি বইটা কেন এবং ওটা কাগুজে মুড়ে ফেলো।

১১.৭.৪ বিপর্যাস

যখন একটি বাক্যের দুটি উপাদান অর্থাৎ দুটি রূপ বা পদ পরস্পর স্থান বদল করে তখন তাকে বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তন বলা হয়। নানা ধরনের বিপর্যাস বাংলা ভাষায় দেখা যায়। এখানে উদাহরণ হিসাবে দুটি বিপর্যাস দেখানো হল।

৮. বিশেষণ সংবর্তন

বাংলা ভাষায় বিশেষণের কাজ আসলে ক্রিয়াপক্ষের মতো। অধোগঠনে তার অবস্থান ক্রিয়াপদের স্থানে। অধিগঠনে বিশেষণপদ বিশেষ্যের আগে বসে। ফলে তৈরি হয় বিপর্যাস সংবর্তন। যেমন, 'ফুলটি হয় লাল' অধোগঠনের এই গঠনটিতে 'লাল' আর 'ফুল'-এর অবস্থানগত বিপর্যাস হয়। তৈরি হয় বিশেষণ পদ — 'লাল ফুল'। এভাবেই বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তনের অজস্র বিশেষণপদ তৈরি হয়। যেমন,

তুমি হও ভালো মানুষ	বিপর্যাস	ভালো মানুষ তুমি
শ্যাম হয় চালাক	→	চালাক শ্যাম
মোহন হয় ভদ্রলোক	বিশেষণ সংবর্তন	ভদ্রলোক মোহন

৯. বিশেষণ পরস্থাপন সংবর্তন

বিশেষণ বিশেষ্যর আগে বসে অধিগঠনে। কিন্তু অনেকসময় এই আগে বসা বিশেষণ বিশেষ্যর পরে বসতে পারে। এ ধরনের বিপর্যাস-কে বিশেষণ পরস্থাপন সংবর্তন বলে। যেমন,

দেবী হন দশভুজা ⇒ দশভুজা দেবী

এভাবেই দেবী হন বিশালাক্ষী হয়েছে 'বিশালাক্ষী' দেবী।

১১.৮ আলফা স্থানান্তকরণ

Government & Binding বা Principles and Parameter (P&P) তত্ত্ব অনুসারে সংবর্তন বা স্থানান্তকরণ (movement) দু-ধরনের।

১. রূপান্তরণ সূত্র (Substitution Rule) — একটি উপাদানকে সরিয়ে শূন্য শ্রেণিতে রাখা হয়। সেখানে সাধারণত একই ধরনের অন্য উপাদান থাকে। যেমন, যে কোনো উপাদান স্থানান্তকরণ।

২. সংবর্তন সূত্র (Adjunction Rule) — একটি উপাদান আছে। তার সঙ্গে আর একটি উপাদান জুড়ে দেওয়া হল। ফলে নতুন একটি পর্ব তৈরি হল। যেমন, বিপর্যাস জাতীয় স্থানান্তকরণ।

এ সব স্থানান্তরণ-ই আলফা মুভমেন্ট (Alpha Movement) হিসাবে পাব। এখানে দুয়েকটি আলফা স্থানান্তকরণ এর উদাহরণ দেওয়া হল।

১. বিশেষ্যগুচ্ছ স্থানান্তরণ।

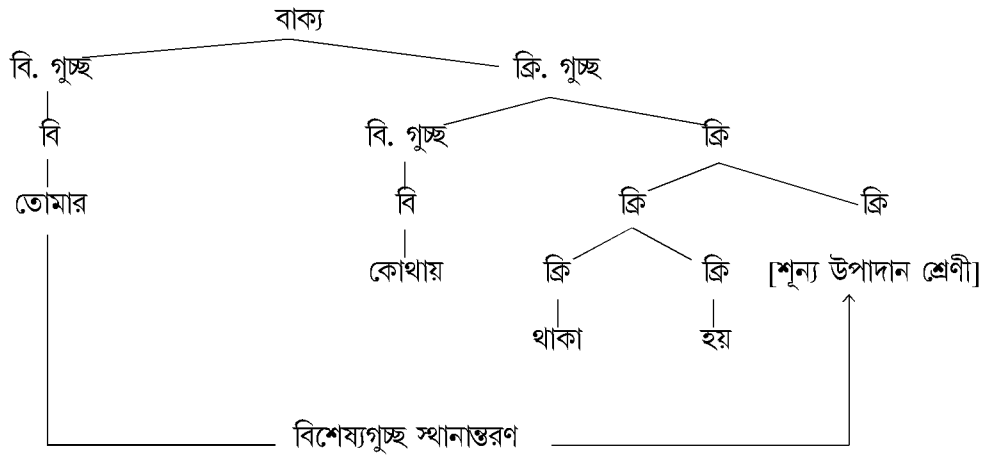

এস গঠন — কোথায় থাকা হয় তোমার।

২. বিপর্যাস জাতীয় স্থানান্তকরণ।

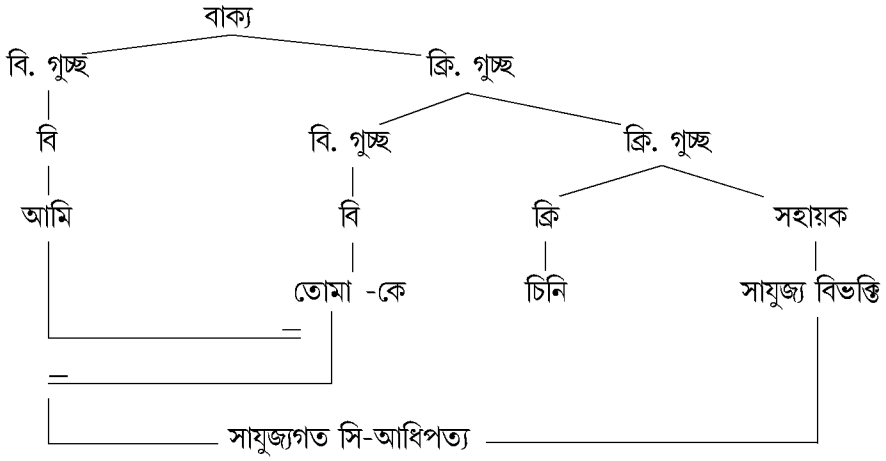

এস. গঠন — তুমি আমাকে চেনো।

৩. প্রশ্নবোধক উপাদান স্থানান্তকরণ।

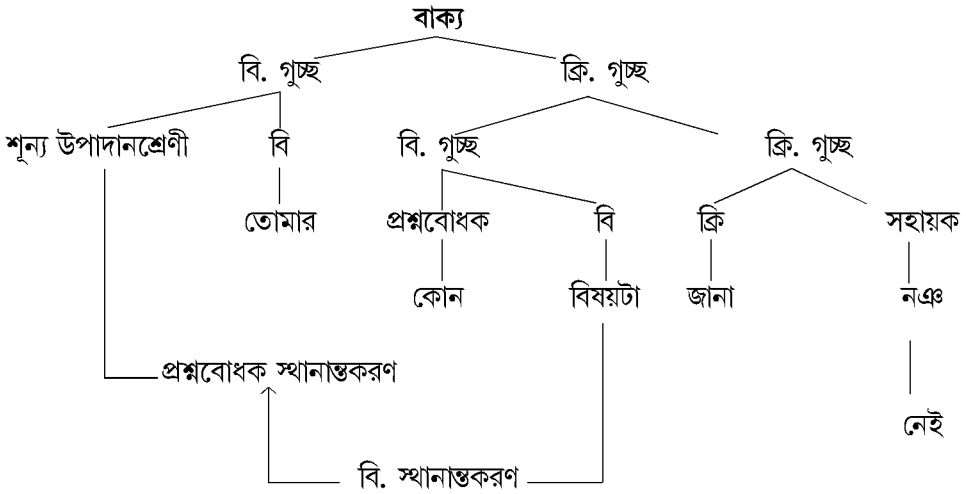

এস গঠন — কোন বিষয়টা তোমার জানা নেই ?

১১.৯ সারাংশ

বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন চমস্কি প্রদত্ত গঠনের থেকে একটু আলাদা। বিশেষ্যগুচ্ছ[২] এবং সহায়কের অবস্থান বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠন অনুসারে তৈরি করা হবে। বাংলা পদগুচ্ছ ছ প্রকারের সম্পর্কবাচক, বিশেষ্যধর্মী, বিশেষণধর্মী, নিষ্টান্তবাচক, ক্রিয়াবিশেষণ বাচক এবং ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ। বিশেষ্যগুচ্ছও

নানা প্রকারের। বিশেষ্য, সম্বন্ধক, সংযোজক, বিশেষণ, প্রতিনির্দেশক, বাক্য প্রভৃতি যোগ করে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হয়। ক্রিয়াগুচ্ছে থাকে বিশেষ্যগুচ্ছ, ক্রিয়া, সহায়ক প্রভৃতি। বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন মূলত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে। চার ধরনের সংবর্তন—সংযোজন, বিলোপন, রূপান্তরণ ও বিপর্যাস এবং অন্তর্গত নানাবিধ সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন, স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন, যে সংযোজন, বাক্য বিগর্ভণ, বাক্যের বিশেষ্যীভবন, বাক্য সংবর্তন, সর্বনামীভবন, বিশেষসংবর্তন, বিশেষণ পরস্থাপন প্রভৃতি। পরিচালন ও আবন্ধীকরণ (G. B.) তত্ত্ব অনুসারে আলফা স্থানান্তকরণ যাকে বলে এবং আলফা স্থানান্তকরণের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১০ অনুশীলনী

১. বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রটি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. বাংলা পদগুচ্ছ কত প্রকারের হতে পারে এবং কী কী ?

৩. বাংলা বিশেষ্যগুচ্ছ কত প্রকারের হতে পারে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪. বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন কত ধরনের হতে পারে উদাহরণ দিয়ে কয়েকটি সংবর্তন প্রক্রিয়া দেখান।

৫. বিলোপন কাকে বলে ? বিলোপন জাতীয় সংবর্তনগুলি দেখান।

৬. সংযোজন কাকে বলে ? সংযোজন জাতীয় সংবর্তনগুলি দেখান।

৭. বাংলা বাক্যের রূপান্তকরণ ও বিপর্যাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. আলফা স্থানান্তকরণ কাকে বলে ? উদাহরণসহ আলফা স্থানান্তকরণ প্রক্রিয়াটি দেখান।

৯. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র, খ. সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ, গ. বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ, ঘ. বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ, ঙ. ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ, চ. সিদ্ধান্তবাচক পদগুচ্ছ, ছ. ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ, জ. সমধর্মী বিশেষণগুচ্ছ বিলোপন, ঝ. স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন, ঞ. যে সংযোজন, ট. বাক্য বিবর্ধন, ঠ. বাক্যের বিশেষ্যীভবন, ড. বাচ্য সংবর্তন, থ. রূপান্তরণ সূত্র-সংযোজন সূত্র, দ. আলফা স্থানান্তকরণ।

১০. রেখাচিত্র দ্বারা বাক্যগুলির সংবর্তন প্রক্রিয়া নির্দেশ করুন।

ক. বাক্য সংবর্তন ⇒ যে আমাকে ডাকল। রামবাবু গাছে বলি দিচ্ছিলেন। আপনি তখন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি ঘুমোতে গিয়ে জেগে উঠলেন।

খ. বিশেষ্যভবন ⇒ তুমি হাজির থাকবে। সে গাইবে বলেছিল। রহিম দোকানে যাচ্ছিল।

গ. স্থিতিক্রিয়া বিলোপন ⇒ আমার সামনে বাঘ রয়েছে। যদুর সামনে বাস আসছে।

ঘ. বাক্য বিবর্তন ⇛ যে আমাকে দেখল। রাম বিস্কুট খাচ্ছিল।

আমি দোকানে যাচ্ছি। রহিম স্পষ্ট দেখল।

১১. কোন ধরনের সংবর্তন হয়েছে তা নির্দেশ করুন এবং এই সঙ্গে সংবর্তন প্রক্রিয়াটি দেখান।

ক. মইনুল বাড়ি গিয়ে পয়সা নিয়ে বাজার যাবে।

খ. সে বলল যে সে বাড়ি যাবে না।

গ. সে আমার চলে যাওয়া দেখল।

ঘ. আপনার কোথায় থাকা হয় ?

ঙ. আমি ছোটনকে ডেকে তাকে গল্প শুনিয়েছি।

চ. চালাক লোকটাকে ডাকো।

ছ. বিশালাক্ষী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাও।

জ. থাকেন কোথায় আপনি ?

ঝ. সে আপনাকে চেনে ⇛ আপনি তাকে চেনেন।

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন ; ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

১৯৯৮, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

সরকার, পবিত্র ; 'সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা বিচারে তার প্রয়োগ' রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বর্ষ ১৬ সংখ্যা - ৪।